আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়,রাজশাহী

ক্রঃনং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাজশাহীতে অবস্থিত। ৩টি বীজাগার, ৬টি রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ২৮টি রেশম সম্প্রসারণ উপকেন্দ্র ও ১টি মিনিফিলেচার কেন্দ্রের সমন্বয়ে পরিচালিত। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক উন্নয়নে রেশম চাষ করে দেশকে রেশমে সমৃদ্ধশালীকরণসহ স্বনির্ভরতা অর্জন ও বেকার সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে এ কার্যালয় কাজ করে চলেছে।
২।	ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ	আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ৬.৫০ লক্ষ তুঁত চারা উৎপাদন ১১.০০ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন এবং ৪৫ মেঃ টন রেশম গুঠি উৎপাদন এবং ৩.২৫ মেঃ টন রেশম সুতা উৎপাদন করা হবে । রেশম চাষে আগ্রহী ব্যাক্তি বর্গের মধ্য থেকে পর্যায় ক্রমে ১১০০ জনকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে । নতুন ভাবে আরো ১৫০০ জনলোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ।
৩।	সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ হচ্ছে ঃ বোর্ডের ভীজাগার সমূহ এবং গবেষনা ও প্রশিক্ষন কেন্দ্রের কর্মকান্ডের ব্যায় প্রকল্প নির্ভর হওয়ায় প্রেয়োজনিয় কর্মকান্ড নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করতে না পারা ,রেশম গুঠির সুষ্ঠ বিপণন ব্যবস্থা অভাব আবহাওয়া সহিঞ্চু আরও উন্নত জাতের রেশম পলু উৎপাদন ,বীজাগার সমূহে আধুনিক চাষবাদ পদ্ধতি ও উন্নত যনএপাতী র সংকট , রেশম চাষে সম্পৃক্ত চাষী /রেশম শিল্প মালিক উদ্যেক্তাদের স্বল্পসুদে প্রয়োজনীয় মূলধন প্রাপ্তির সুযোগে সীমাবদ্ধ এবং রেশম বোর্ডের নিয়ন্ত্রাধীন রাজশাহী রেশম কারখানা ও ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা পূর্ন রুপে চালু করা।
৪।	রুপকল্প(Vision)	দেশে রেশম চাষ ও শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমেগ্রামীন জনগোষ্ঠী দারিদ্র বিমোচন।
৫।	অভিলক্ষ্য(Mission)	লাগসই প্রযুক্তি, দক্ষ জনবল ও উন্নত গবেষণার মাধ্যমে রেশম খাতের সম্ভকনাকে পূর্ন কাজে লাগিয়ে রেশম চাষ ও শিল্পের উন্নয়ন
৬।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	রাজশাহী আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় এর অধীনে নিম্ন বর্ণিত অফিস রয়েছেঃক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ৬টি (পবা, পুঠিয়া, বাঘা, নাটোর ও নওগাঁ মোহনপুর)। খ) বীজাগার- ৩টি (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মীরগঞ্জ ও পি-৩ কেন্দ্র, রাজশাহী) ও ১টি মিনিফিলেচার কেন্দ্র, মীরগঞ্জ।
৭।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৯০,০০০ টি বড়চারা, ৩০,০০০ টি ছোট চারা সর্বমোট -১,২০,০০০ টি।
৮।	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	১,৫৯,৫০০ টি।
৯।	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	আইডিয়াল রেশম পল্লী - ৩টি। মৈনম, গোবিন্দপুর ও শালগ্রাম। প্রতি পল্লীতে ৭৫ টি করে ৩ পল্লীতে ২২৫ টি পলুঘর প্রদান করা হয়েছে।
১০।	তুঁতব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	বিভিন্ন বছরের ২৬ টি ব্লক রয়েছে।
১১।	রেশম গুটি উৎপাদন	বীজাগারে ৩৭৫৫.৪৮০ কেজি এবং সম্প্রসারণে ২৫,৮৫৭ কেজি। মোট ২৯৬১২.৪৮০ কেজি।
১২।	আদর্শ পলুঘর প্রদান	৩৩৫টি
১৩।	ফার্মিং পদবধতিতে তুঁতচাষ	৩৪৯বিঘা
১৪।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে বি এম- ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ জাতের উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত গাছের জাত রয়েছে। থাই-১, বিএম ১০ এবং বিএম-১১ জাতের তুঁতচারা আগামীতে চাষিদের দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সম্প্রসারণ এলাকায় বিবি-২ জাতের সাথে বিএন(এম) জাতের ক্রস করে এফ-১ জাতের ডিম বসনীদের মাঝে দেওয়া হচ্ছে। এসজি মিম ৬/৩ জাতের সাথে বিএন (এম) জাতের ক্রস করে এফ-১ জাতের ডিমও বসনীদের দেওয়া হচ্ছে।

১৫।	মোটিভেশন কার্যক্রম	বিভিন্ন উঠান বৈঠক ও অংশীজনের সভার মাধ্যমে জনগনকে রেশম চাষে আগ্রহী করা হচ্ছে।
১৬।	প্রশিক্ষণ	১) তুঁতচারা রোপণ ও পরিচর্যা প্রশিক্ষণ- ১২৫ জন। ২) পলু পালন প্রশিক্ষণ ৪৭৫জন ৩)চাকী পালন প্রশিক্ষণ ১৭৫জন
১৭।	রেশম চাষীর সংখ্যা	৬৯৫ জন।
১৮।	বসনীর সংখ্যা	২৪৭ জন।
১৯।	তুঁত চারা রোপণ সহায়তা	২,৫৪,৬১৮/- টাকা (সম্প্রসারণ- ৫২,৬৯২/- এবং আইডিয়াল পল্লীতে- ২,০১,৯২৬/-)
২০।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	বসনিদের ৫০টি পলুঘর তৈরি বাবদ- ২০,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ডালা, চন্দ্রকী ও জাল সরবরাহ দেওয়া হয়েছে টাকা – ৫,০০,০০০/- ।
২১।	পলুঘর সহায়তা প্রদান	৩,৩৫,০০,০০০/-টাকা
২২।	রেশম কীটের জাত সংরক্ষণ	পি-৩ কেন্দ্রে ১৬ টি মাতৃজাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
২৩।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	৩টি। ২৪৯-০৩-০ বিঘা। মূল কার্যক্রমঃ ৪টি বাণিজ্যিক বন্দে রেশম চাষীদের রোগমুক্ত ডিম সরবররাহ দেওয়ার লক্ষ্যে পি-২ ও পি-১ পর্যায়ে ডিম পালন করা হয়। পি-৩ কেন্দ্রে মাতৃজাত সংরক্ষণ করা হয়।

০২/০৭/২৪
মোঃ তরিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়
রাজশাহী